বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়

৮৩-৮৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

ফোনঃ-০২২২৩৩-৮৮৯৪৯

ই-মেইলঃ-dgmsme@krishibank.org.bd

ক্রেডিট বিভাগ

সার্কুলার লেটার নং-প্রকা/ক্রেঃবিঃ/(শাখা-০৪)/১১(৪)/২০২২-২০২৩/.২৬.২(১২৫০) তারিখঃ ২১/০৭/২০২২

মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা।
উপমহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট শাখাসমূহ।
সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক।
সকল শাখা ব্যবস্থাপক (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয়ঃ কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে (সিএমএসএমই) অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম প্রবর্তন প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

শিরোনামে বর্ণিত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্টের এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং- ০৪, তারিখঃ ১৯ জুলাই, ২০২২ এর প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে (কপি সংযুক্ত)।

০২। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ (সিএমএসএমই) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। এ খাতটি শ্রমনিবিড় ও স্বল্প পুঁজি নির্ভর হওয়ায় এবং এর উৎপাদন সময়কাল স্বল্প হওয়ায় আমদানী বিকল্প সেবা/পণ্য উৎপাদনসহ জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ইতিবাচক অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও সিএমএসএমই খাতের বিকাশ ও উন্নয়নের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশকে কর্মসংস্থানমুখী ও শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির দেশে পরিণত করার ক্ষেত্রে সিএমএসএমই খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দেশের সিএমএসএমই খাতে নিয়োজিত উদ্যোক্তাদের মাঝে সহজশর্তে অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ তৈরী করা সম্ভব হলে তা জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনকে অধিকতর গতিশীল করবে। সে লক্ষ্যে, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদেরকে অপেক্ষাকৃত স্বল্প সুদে/মুনাফায় ও সহজ শর্তে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উক্ত পুনঃঅর্থায়ন স্কিম পরিচালনায় নিম্নরুপ নীতিমালা অনুসৃত হবেঃ

২.১। নামকরণঃ স্কিমটি "সিএমএসএমই খাতে মেয়াদী ঋণের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম" নামে অভিহিত হবে।

২.২। তহবিলের উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক-এর নিজস্ব তহবিল।

২.৩। তহবিলের পরিমাণ ও মেয়াদঃ ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) কোটি টাকা, যা আবর্তনশীল হিসেবে পরিচালিত হবে। প্রয়োজনে তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হবে। প্রাথমিকভাবে স্কিমটির মেয়াদ হবে ৩ (তিন) বছর।

২.৪। পুনঃঅর্থায়নের ধরণ ও পরিধিঃ

ক। এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০২/২০১৯ এর আলোকে সংজ্ঞায়িত কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাগণকে প্রদত্ত মেয়াদী ঋণসমূহ এ স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির জন্য যোগ্য মর্মে বিবেচিত হবে;

খ। ক্লাস্টারভুক্ত সিএমএসএমই উদ্যোক্তাগণকে (সংযোজনী-ক মোতাবেক) পুনঃঅর্থায়নের ক্ষেত্রে সর্বাধিক অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। এতদ্ব্যতীত নারী উদ্যোক্তা, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন উদ্যোক্তা এবং যে কোন দুর্যোগে (যেমনঃ নদীভাঙ্গন, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, মঙ্গা, অগ্নিকান্ড, ভূমিকম্প, ভবনধ্বস, কোভিড-১৯ এর ন্যায় অতিমারী ইত্যাদি) ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাগণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এ স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পাবে;

গ। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক এ স্কিমের আওতায় বিতরণকৃত মোট ঋণের ন্যূনতম ৭৫(পঁচাত্তর) শতাংশ কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মাঝে সামগ্রিকভাবে বিতরণ করতে হবে এবং সর্বোচ্চ ২৫ (পঁচিশ) শতাংশ মাঝারি উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণ করা যাবে;

চলমান পাতা-০২

বিষয়ঃ কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে (সিএমএসএমই) অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম প্রবর্তন প্রসঙ্গে।

ঘ। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক এ স্কিমের আওতায় বিতরণকৃত মোট ঋণের ন্যূনতম ৭০(সত্তর) শতাংশ উৎপাদন ও সেবা খাতে এবং সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) শতাংশ ব্যবসা খাতে প্রদান করা যাবে;

ঙ। এ স্কিমের আওতায় গঠিত তহবিল এর বিতরণযোগ্য স্থিতি থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের মাঝারি উদ্যোগের জন্য ঋণ বিতরণ করবে;

চ। খেলাপী ঋণগ্রহীতাগণ এ স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্য হবেন না। ঋণ গ্রহীতার ঋণের শ্রেণীকরণ বিষয়ে সিআইবি হতে নিশ্চিত হতে হবে।

২.৫। পুনঃঅর্থায়নের বিপরীতে সুদের হারঃ অর্থায়নকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে এ স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়িত অর্থের বিপরীতে বার্ষিক সুদের হার হবে ২% (দুই শতাংশ)।

২.৬। গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হারঃ

ক। এ স্কিমের আওতায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক গ্রাহক পর্যায়ে আরোপিত বার্ষিক সুদের হার হবে সর্বোচ্চ ৭% (সাত শতাংশ);

খ। গ্রাহকের ঋণের ক্রমহ্রাসমান স্থিতির উপর সুদ আরোপ করতে হবে।

২.৭। ঋণের মেয়াদ, গ্রেস পিরিয়ড ও পরিশোধ সূচিঃ

ক। এ স্কিমের আওতায় প্রদত্ত ঋণের ক্ষেত্রে গ্রাহক পর্যায়ে গ্রেস পিরিয়ড হবে সর্বোচ্চ ৬ মাস। শিল্প/সেবা/ব্যবসার ধরণভেদে ঋণের মেয়াদ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক নির্ধারিত হবে। তবে, গ্রেস পিরিয়ডসহ ঋণের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বছর এর অধিক হবে না। পুনঃঅর্থায়নের মেয়াদ ঋণের মেয়াদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নির্ধারণ করা হবে;

খ। বাংলাদেশ ব্যাংক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পুনঃঅর্থায়নের অর্থ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে সুদসহ কিস্তি আদায় করবে;

গ। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্রেস পিরিয়ড বাদে মাসিক/ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক ভিত্তিতে গ্রাহকের নিকট হতে সুদসহ কিস্তি আদায় করবে। বিতরণকৃত ঋণ নির্ধারিত মেয়াদের পূর্বে আদায়/সমন্বয় হলে সুদসহ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়কৃত সমুদয় অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংককে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায়, উক্তরূপে অপরিশোধিত অর্থ ব্যাংক রেটে সুদসহ এককালীন আদায়যোগ্য হবে।

২.৮। পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণের যোগ্যতা ও আবেদন প্রক্রিয়াঃ

ক। আলোচ্য স্কিমের আওতায় তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে পরিচালক (এসএমইএসপিডি), এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর সাথে একটি অংশগ্রহণ চুক্তি (Participation Agreement) সম্পাদন করতে হবে;

খ। সকল রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংক আলোচ্য পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আওতায় ঋণ প্রদান করতে পারবে;

গ। বেসরকারী ও বিদেশী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নোক্ত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে পিএফআই হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারবেঃ

১. শ্রেণীকৃত ঋণ/বিনিয়োগের হার ১০% এর কম হতে হবে; এবং

২. ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছরের ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এতদ্ব্যতীত, বাংলাদেশ ব্যাংক পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদানকালে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ঋণ-আমানত অনুপাত, তারল্য অবস্থাসহ উপরিল্লিখিত নির্দেশকসমূহ যাচাই করবে।

ঘ। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতি মাসের ১৫ তারিখ এবং শেষ কর্মদিবসে পাক্ষিক ভিত্তিতে এ স্কিমের আওতায় বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক-এর নিকট নির্ধারিত ছকে (সংযোজনী-খ ও গ) উপরে বর্ণিত তারিখ অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী ১০ দিনের মধ্যে পুনঃঅর্থায়নের আবেদনপত্র দাখিল করবে। তবে, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ইচ্ছে করলে মাসিক ভিত্তিতে পুনঃঅর্থায়নের জন্য আবেদন করতে পারবে। সেক্ষেত্রে যে মাসের জন্য পুনঃঅর্থায়ন চাওয়া হবে সে মাস অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে আবেদনপত্র দাখিল করতে পারবে; এবং

চলমান পাতা-০৩

বিষয়ঃ কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে (সিএমএসএমই) অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম প্রবর্তন প্রসঙ্গে।

ঙ। পরিশোধসূচী অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখে সুদসহ পুনঃঅর্থায়নের পরিশোধযোগ্য কিস্তি বাংলাদেশ ব্যাংক-এ রক্ষিত সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের চলতি হিসাব থেকে আদায় করা হবে। সুদসহ পুনঃঅর্থায়িত অর্থ আদায়কালে বাংলাদেশ ব্যাংক-এ রক্ষিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চলতি হিসাবে তহবিল/স্থিতি অপর্যাপ্ততার কারণে সুদ/কিস্তি আদায় করা সম্ভব না হলে, আদায়যোগ্য অর্থ পুনঃঅর্থায়নকালে আরোপিত সুদের হার অপেক্ষা ২% (দুই শতাংশ) অধিক হারে অতিরিক্ত সময়ের সুদসহ আদায় করা হবে।

২.৯। ঋণ বিতরণ ব্যবস্থাঃ এ স্কিমের আওতায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজস্ব শাখা/উপশাখা/এজেন্ট ব্যাংকিং/মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস) এর মাধ্যমে ঋণ প্রদান করতে পারবে।

২.১০। শিডিউল অব চার্জেসঃ এ স্কিমের আওতায় প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে ফি/চার্জ নির্ধারণের ক্ষেত্রে "শিডিউল অব চার্জেস" সংক্রান্ত বিষয়ে তফসিলি ব্যাংকসমূহের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা পরিপালনীয় হবে।

২.১১। শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকিংঃ শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ উপর্যুক্ত শর্তাবলির ব্যত্যয় না ঘটিয়ে স্বীয় অনুমোদিত বিনিয়োগ পদ্ধতির ভিত্তিতে এ স্কিমের আওতায় গ্রাহককে অর্থায়ন করতে পারবে। তবে, আদায়কৃত মুনাফা বার্ষিক ৭% (সাত শতাংশ) এর অধিক হতে পারবে না।

২.১২। মনিটরিংঃ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক সরাসরি ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের ক্ষেত্রে গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণ, আদায় ও সদ্ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে নিশ্চিত করবে। প্রতি ত্রৈমাস অন্তে এর অব্যবহিত ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে পরিচালক (এসএমইএসপিডি), এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা বরাবর এতদসংক্রান্ত বিবরণী নির্ধারিত ছকে (সংযোজনী-ঘ মোতাবেক) দাখিল করতে হবে। এছাড়া, ক্ষেত্রবিশেষে দৈবচয়ন ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক যেকোন সময়ে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

০৩। অন্যান্য শর্তঃ

৩.১। এ স্কিমের আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের সকল পর্যায়ে এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০২/২০১৯ এ বর্ণিত নির্দেশনাবলী যথাযথভাবে পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে;

৩.২। এ স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়নকৃত অর্থ এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০২/২০১৯ এর আওতাবহির্ভূত অন্য কোন খাতে ব্যবহার করা হলে বা ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে বর্ণিত নীতিমালা অনুসরণ করা না হলে বা কোন শর্ত লংঘন করা হলে বা কোন তথ্য গোপন করলে বা মিথ্যা তথ্য প্রদান করলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থায়িত অর্থের ওপর ব্যাংক রেটে সুদ/মনুাফাসহ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে এককালীন আদায় করা হবে;

৩.৩। একক গ্রাহক বা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধার সর্বোচ্চ সীমা (Single Borrower Exposure Limit) সংক্রান্ত প্রযোজ্য নীতিমালা [তফসিলি ব্যাংকসমূহের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত এতদসংক্রান্ত নির্দেশনা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে "আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩" এ বর্ণিত নির্দেশনা] অনুসরণ করতে হবে;

৩.৪। যথাযথ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ সম্পর্কিত বিধি-বিধানের পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে;

৩.৫। গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ওপর ন্যস্ত থাকবে। গ্রাহক পর্যায়ে উক্ত ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনাকে সম্পর্কিত করা যাবে না; এবং

৩.৬। পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণের প্রতিটি ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানকে পুনঃঅর্থায়ন হিসেবে গৃহীত সমপরিমাণ অর্থের প্রতিশ্রুতি পত্র (Demand Promissory Note) প্রদান করতে হবে।

চলমান পাতা-০৪

বিষয়ঃ কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে (সিএমএসএমই) অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম প্রবর্তন প্রসঙ্গে।

০৪। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্টের এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং- ০৪, তারিখঃ ১৯/০৭/২০২২ অপর পৃষ্ঠায় হুবহু মুদ্রণ করা হলো। সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় জ্ঞাতার্থে সার্কুলারটি জারী করা হলো।

অনুমোদনক্রমে-

আপনার বিশ্বস্ত

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

27/07/2022

(মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম)
উপমহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ০২২২৩৩-৫৮৬৮১

নং-প্রকা/ক্রেঃবিঃ/(শাখা-০৪)/১১(৪)/২০২২-২০২৩/.১৩১১(১২৫০)

তারিখঃ ২১/০৭/২০২২

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক-১, ২, ৩ মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪। অধ্যক্ষ, বিকেবি, স্টাফ কলেজ, মিরপুর, ঢাকা।
০৫। সকল উপমহাব্যবস্থাপক/সচিব, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৬। উপমহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। **উপরোক্ত পরিপত্রটি ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।**
০৭। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৮। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৯। নথি/মহানথি।

27/07/2022

(মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।
www.bb.org.bd

এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট

এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০৪

তারিখঃ শ্রাবণ ০৪, ১৪২৯ / জুলাই ১৯, ২০২২

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী

বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

প্রিয় মহোদয়,

কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে (সিএমএসএমই) অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম প্রবর্তন প্রসঙ্গে।

দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ (সিএমএসএমই) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। এ খাতটি শ্রমনিবিড় ও স্বল্প পুঁজি নির্ভর হওয়ায় এবং এর উৎপাদন সময়কাল স্বল্প হওয়ায় আমদানী বিকল্প সেবা/পণ্য উৎপাদনসহ জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ইতিবাচক অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও সিএমএসএমই খাতের বিকাশ ও উন্নয়নের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশকে কর্মসংস্থানমুখী ও শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির দেশে পরিণত করার ক্ষেত্রে সিএমএসএমই খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

০২। দেশের সিএমএসএমই খাতে নিয়োজিত উদ্যোক্তাদের মাঝে সহজশর্তে অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ তৈরী করা সম্ভব হলে তা জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনকে অধিকতর গতিশীল করবে। সে লক্ষ্যে, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদেরকে অপেক্ষাকৃত স্বল্প সুদে/মুনাফায় ও সহজ শর্তে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করা হলো। উক্ত স্কিমটি পরিচালনার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণীয় হবেঃ

২.১। নামকরণঃ স্কিমটি "সিএমএসএমই খাতে মেয়াদী ঋণের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম" নামে অভিহিত হবে।

২.২। তহবিলের উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক-এর নিজস্ব তহবিল।

২.৩। তহবিলের পরিমাণ ও মেয়াদঃ ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) কোটি টাকা, যা আবর্তনশীল হিসেবে পরিচালিত হবে। প্রয়োজনে তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হবে। প্রাথমিকভাবে স্কিমটির মেয়াদ হবে ৩ (তিন) বছর।

২.৪। পুনঃঅর্থায়নের ধরণ ও পরিধিঃ

ক। এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০২/২০১৯ এর আলোকে সংজ্ঞায়িত কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাগণকে প্রদত্ত মেয়াদী ঋণসমূহ এ স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির জন্য যোগ্য মর্মে বিবেচিত হবে;

খ। ক্লাস্টারভুক্ত সিএমএসএমই উদ্যোক্তাগণকে (সংযোজনী-ক মোতাবেক) পুনঃঅর্থায়নের ক্ষেত্রে সর্বাধিক অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। এতদ্ব্যতীত নারী উদ্যোক্তা, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন উদ্যোক্তা এবং যে কোন দুর্যোগে (যেমন: নদীভাঙ্গন, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, মঙ্গা, অগ্নিকান্ড, ভূমিকম্প, ভবনধ্বস, কোভিড-১৯ এর ন্যায় অতিমারী ইত্যাদি) ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাগণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এ স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পাবে;

গ। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক এ স্কিমের আওতায় বিতরণকৃত মোট ঋণের ন্যূনতম ৭৫(পঁচাত্তর) শতাংশ কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মাঝে সামগ্রিকভাবে বিতরণ করতে হবে এবং সর্বোচ্চ ২৫ (পঁচিশ) শতাংশ মাঝারি উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণ করা যাবে;

ঘ। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক এ স্কিমের আওতায় বিতরণকৃত মোট ঋণের ন্যূনতম ৭০(সত্তর) শতাংশ উৎপাদন ও সেবা খাতে এবং সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) শতাংশ ব্যবসা খাতে প্রদান করা যাবে;

ঙ। এ স্কিমের আওতায় গঠিত তহবিল এর বিতরণযোগ্য স্থিতি থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের মাঝারি উদ্যোগের জন্য ঋণ বিতরণ করবে;

চ। খেলাপী ঋণগ্রহীতাগণ এ স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্য হবেন না। ঋণ গ্রহীতার ঋণের শ্রেণীকরণ বিষয়ে সিআইবি হতে নিশ্চিত হতে হবে।

২.৫। পুনঃঅর্থায়নের বিপরীতে সুদের হারঃ অর্থায়নকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে এ স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়িত অর্থের বিপরীতে বার্ষিক সুদের হার হবে ২% (দুই শতাংশ)।

২.৬। গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হারঃ

ক। এ স্কিমের আওতায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক গ্রাহক পর্যায়ে আরোপিত বার্ষিক সুদের হার হবে সর্বোচ্চ ৭% (সাত শতাংশ);

খ। গ্রাহকের ঋণের ক্রমহ্রাসমান স্থিতির উপর সুদ আরোপ করতে হবে।

২.৭। ঋণের মেয়াদ, গ্রেস পিরিয়ড ও পরিশোধ সূচিঃ

ক। এ স্কিমের আওতায় প্রদত্ত ঋণের ক্ষেত্রে গ্রাহক পর্যায়ে গ্রেস পিরিয়ড হবে সর্বোচ্চ ৬ মাস। শিল্প/সেবা/ব্যবসার ধরণভেদে ঋণের মেয়াদ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক নির্ধারিত হবে। তবে, গ্রেস পিরিয়ডসহ ঋণের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বছর এর অধিক হবে না। পুনঃঅর্থায়নের মেয়াদ ঋণের মেয়াদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নির্ধারণ করা হবে;

খ। বাংলাদেশ ব্যাংক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পুনঃঅর্থায়নের অর্থ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে সুদসহ কিস্তি আদায় করবে;

গ। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্রেস পিরিয়ড বাদে মাসিক/ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক ভিত্তিতে গ্রাহকের নিকট হতে সুদসহ কিস্তি আদায় করবে। বিতরণকৃত ঋণ নির্ধারিত মেয়াদের পূর্বে আদায়/সমন্বয় হলে সুদসহ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়কৃত সমুদয় অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংককে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায়, উক্তরূপে অপরিশোধিত অর্থ ব্যাংক রেটে সুদসহ এককালীন আদায়যোগ্য হবে।

২.৮। **পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণের যোগ্যতা ও আবেদন প্রক্রিয়াঃ**

ক। আলোচ্য স্কিমের আওতায় তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে পরিচালক (এসএমইএসপিডি), এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর সাথে একটি অংশগ্রহণ চুক্তি (Participation Agreement) সম্পাদন করতে হবে;

খ। সকল রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংক আলোচ্য পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আওতায় ঋণ প্রদান করতে পারবে;

গ। বেসরকারী ও বিদেশী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নোক্ত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে পিএফআই হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারবেঃ

১. শ্রেণীকৃত ঋণ/বিনিয়োগের হার ১০% এর কম হতে হবে; এবং

২. ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছরের ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

এতদ্ব্যতীত, বাংলাদেশ ব্যাংক পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদানকালে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ঋণ-আমানত অনুপাত, তারল্য অবস্থাসহ উপরিল্লিখিত নির্দেশকসমূহ যাচাই করবে।

ঘ। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতি মাসের ১৫ তারিখ এবং শেষ কর্মদিবসে পাক্ষিক ভিত্তিতে এ স্কিমের আওতায় বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক-এর নিকট নির্ধারিত ছকে (সংযোজনী-খ ও গ) উপরে বর্ণিত তারিখ অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী ১০ দিনের মধ্যে পুনঃঅর্থায়নের আবেদনপত্র দাখিল করবে। তবে, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ইচ্ছে করলে মাসিক ভিত্তিতে পুনঃঅর্থায়নের জন্য আবেদন করতে পারবে। সেক্ষেত্রে যে মাসের জন্য পুনঃঅর্থায়ন চাওয়া হবে সে মাস অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে আবেদনপত্র দাখিল করতে পারবে; এবং

ঙ। পরিশোধসূচী অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখে সুদসহ পুনঃঅর্থায়নের পরিশোধযোগ্য কিস্তি বাংলাদেশ ব্যাংক-এ রক্ষিত সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের চলতি হিসাব থেকে আদায় করা হবে। সুদসহ পুনঃঅর্থায়িত অর্থ আদায়কালে বাংলাদেশ ব্যাংক-এ রক্ষিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চলতি হিসাবে তহবিল/স্থিতি অপর্যাপ্ততার কারণে সুদ/কিস্তি আদায় করা সম্ভব না হলে, আদায়যোগ্য অর্থ পুনঃঅর্থায়নকালে আরোপিত সুদের হার অপেক্ষা ২% (দুই শতাংশ) অধিক হারে অতিরিক্ত সময়ের সুদসহ আদায় করা হবে।

২.৯। **ঋণ বিতরণ ব্যবস্থাঃ** এ স্কিমের আওতায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজস্ব শাখা/উপশাখা/এজেন্ট ব্যাংকিং/মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস) এর মাধ্যমে ঋণ প্রদান করতে পারবে।

২.১০। **শিডিউল অব চার্জেসঃ** এ স্কিমের আওতায় প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে ফি/চার্জ নির্ধারণের ক্ষেত্রে "শিডিউল অব চার্জেস" সংক্রান্ত বিষয়ে তফসিলি ব্যাংকসমূহের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা পরিপালনীয় হবে।

২.১১। **শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকিংঃ** শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ উপর্যুক্ত শর্তাবলির ব্যত্যয় না ঘটিয়ে স্বীয় অনুমোদিত বিনিয়োগ পদ্ধতির ভিত্তিতে এ স্কিমের আওতায় গ্রাহককে অর্থায়ন করতে পারবে। তবে, আদায়কৃত মুনাফা বার্ষিক ৭% (সাত শতাংশ) এর অধিক হতে পারবে না।

২.১২। **মনিটরিংঃ** ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক সরাসরি ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের ক্ষেত্রে গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণ, আদায় ও সদ্ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে নিশ্চিত করবে। প্রতি ত্রৈমাস অন্তে এর অব্যবহিত ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে পরিচালক (এসএমইএসপিডি), এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা বরাবর এতদসংক্রান্ত বিবরণী নির্ধারিত ছকে (সংযোজনী-ঘ মোতাবেক) দাখিল করতে হবে। এছাড়া, ক্ষেত্রবিশেষে দৈবচয়ন ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক যেকোন সময়ে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

৩। **অন্যান্য শর্তঃ**

৩.১। এ স্কিমের আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের সকল পর্যায়ে এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০২/২০১৯ এ বর্ণিত নির্দেশনাবলী যথাযথভাবে পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে;

৩.২। এ স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়নকৃত অর্থ এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০২/২০১৯ এর আওতাবহির্ভূত অন্য কোন খাতে ব্যবহার করা হলে বা ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে বর্ণিত নীতিমালা অনুসরণ করা না হলে বা কোন শর্ত লংঘন করা হলে বা কোন তথ্য গোপন করলে বা মিথ্যা তথ্য প্রদান করলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থায়িত অর্থের ওপর ব্যাংক রেটে সুদ/মনুাফাসহ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে এককালীন আদায় করা হবে;

৩.৩। একক গ্রাহক বা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধার সর্বোচ্চ সীমা (Single Borrower Exposure Limit) সংক্রান্ত প্রযোজ্য নীতিমালা [তফসিলি ব্যাংকসমূহের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত এতদসংক্রান্ত নির্দেশনা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে "আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩" এ বর্ণিত নির্দেশনা] অনুসরণ করতে হবে;

৩.৪। যথাযথ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ সম্পর্কিত বিধি-বিধানের পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে;

৩.৫। গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ওপর ন্যস্ত থাকবে। গ্রাহক পর্যায়ে উক্ত ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনাকে সম্পর্কিত করা যাবে না; এবং

৩.৬। পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণের প্রতিটি ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানকে পুনঃঅর্থায়ন হিসেবে গৃহীত সমপরিমাণ অর্থের প্রতিশ্রুতি পত্র (Demand Promissory Note) প্রদান করতে হবে।

ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর ১৮ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ জাকের হোসেন)
পরিচালক (এসএমইএসপিডি)
ফোনঃ ৯৫৩০৫০২

"সংযোজনী-ক"

সিএমএসএমই খাতভুক্ত ক্লাস্টারের তালিকা

উচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ক্লাস্টারসমূহ	
১	কৃষি/খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারী শিল্প
২	তৈরী পোশাক শিল্প, নীটওয়্যার, ডিজাইন ও সাজসজ্জা
৩	আইসিটি
৪	চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য শিল্প
৫	লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং
৬	পাট ও পাটজাত শিল্প
অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ক্লাস্টারসমূহ	
১	প্লাস্টিক ও অন্যান্য সিনথেটিক্স শিল্প
২	পর্যটন শিল্প
৩	হোম টেক্সটাইল সামগ্রী
৪	নবায়নযোগ্য শক্তি (সোলার পাওয়ার)
৫	অটোমোবাইল প্রস্তুত ও মেরামতকারী শিল্প
৬	তাঁত, হস্ত ও কারুশিল্প
৭	বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি (এলইডি, সিএফএল বাল্ব উৎপাদন)/ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি নির্মান শিল্প/ ইলেকট্রনিক মেটেরিয়াল উন্নয়ন শিল্প
৮	জুয়েলারি শিল্প
৯	খেলনা শিল্প
১০	প্রসাধনী ও টয়লেট্রিজ শিল্প
১১	আগর শিল্প
১২	আসবাবপত্র শিল্প
১৩	মোবাইল/কম্পিউটার/টেলিভিশন সার্ভিসিং

"সংযোজনী-খ"

সূত্রঃ ---------- তারিখঃ----------

পরিচালক (এসএমইএসপিডি)
এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

মহোদয়,

"সিএমএসএমই খাতে মেয়াদী ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম" হতে পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির আবেদন প্রসঙ্গে।

শিরোনামোক্ত বিষয়ে ১৯ জুলাই ২০২২ তারিখে জারিকৃত এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০৪ এর নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক উক্ত পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় ---------- তারিখ হতে ---------- তারিখ পর্যন্ত সময়কালে ----------জন সিএমএসএমই উদ্যোক্তার অনুকূলে মোট----------টাকা মেয়াদী ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ করা হয়েছে। আলোচ্য ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণে সার্কুলারে বর্ণিত নির্দেশনাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। উক্ত অর্থায়নের বিপরীতে উল্লিখিত পুনঃঅর্থায়ন স্কিম হতে পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে বিস্তারিত তথ্য (সংযোজনী-গ) এতদসঙ্গে দাখিল করা হলো।

এমতাবস্থায়, অত্র ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সংযুক্ত বর্ণনা মোতাবেক মোট ----------টাকা (কথায়----------) পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করে বাধিত করবেন।

আপনাদের বিশ্বস্ত,
(----------)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক/বিভাগীয় প্রধান
---------- ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান
ফোনঃ ----------
ই-মেইলঃ----------

সংযোজনী:

১। ঋণ/বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য (সংযোজনী-গ)।

"সংযোজনী-গ"

"সিএমএসএমই খাতে মেয়াদী ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম" এর আওতায় পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির জন্য ঋণ/বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য

ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নামঃ	
অর্থায়ন সময়কালঃ	

			ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা/উদ্যোগের বিবরণ							ঋণ/বিনিয়োগ ও পুনঃঅর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্য								
ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	মালিকানার প্রকৃতি (প্রোপ্রাইটরশিপ/যৌথ মালিকানা/কোম্পানি)	ব্যবসা/কার্যক্রমের ধরণ/বিবরণ	উদ্যোগের ধরণ (কুটির/মাইক্রো/ক্ষুদ্র/মাঝারি)	উদ্যোগের প্রকৃতি (উৎপাদন/সেবা/ব্যবসা)	ট্রেড লাইসেন্স নং	উদ্যোক্তা/উদ্যোক্তাদের নাম	এনআইডি নং	ঋণ হিসাব নং	ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের তারিখ	ঋণের উদ্দেশ্য	বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ (টাকা)	গ্রাহক পর্যায়ে সুদ/মুনাফার হার (%)	গ্রেস পিরিয়ড (মাস)	গ্রেস পিরিয়ডসহ ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ (মাস)	দাবীকৃত পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (টাকা)	মন্তব্য (যদি থাকে)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)	(১৯)
১																		
২																		
৩																		
মোট	-	-			-	-	-	-	-	-		-		-	-	-		-

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(----------)

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/বিভাগীয় প্রধান

---------- ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান

ফোনঃ ----------

ই-মেইলঃ----------

"সংযোজনী-ঘ"

"সিএমএসএমই খাতে মেয়াদী ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম" এর ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নামঃ

সময়কাল/ত্রৈমাসঃ মার্চ/জুন/সেপ্টেম্বর/ডিসেম্বর, ২০....

ক্রমিক নং	ঋণ/বিনিয়োগ খাত	চলতি ত্রৈমাসে সিএমএসএমই খাতে ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ			চলতি বছরের শুরু হতে চলতি ত্রৈমাস পর্যন্ত সিএমএসএমই খাতে বিতরণকৃত পুঞ্জিভূত ঋণ/বিনিয়োগ			রিপোর্টিং ত্রৈমাস পর্যন্ত স্কিমের আওতায় মোট বিতরণকৃত পুঞ্জিভূত ঋণ			স্কিমের আওতায় রিপোর্টিং ত্রৈমাস পর্যন্ত বিতরণকৃত ঋণের স্থিতি (গ্রাহক পর্যায়ে)	রিপোর্টিং ত্রৈমাস পর্যন্ত স্কিমের আওতায় অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাতে মোট বিতরণকৃত পুঞ্জিভূত ঋণ			
		পরিমাণ	উদ্যোক্তার সংখ্যা		পরিমাণ	উদ্যোক্তার সংখ্যা		পরিমাণ	উদ্যোক্তার সংখ্যা		পরিমাণ	ক্লাস্টারভুক্ত উদ্যোক্তা	নারী উদ্যোক্তা	বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন উদ্যোক্তা	দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তা
			পুরুষ	নারী		পুরুষ	নারী		পুরুষ	নারী					
১	উৎপাদনশীল														
২	সেবা														
৩	ব্যবসা														
৪	কুটির														
৫	মাইক্রো														
৬	ক্ষুদ্র														
৭	মাঝারি														

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষরঃ

নামঃ

পদবীঃ

মোবাইলঃ

ই-মেইলঃ

প্রতিবেদন অনুমোদনকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষরঃ

নামঃ

পদবীঃ

মোবাইলঃ

ই-মেইলঃ